প্রাক্‌কথন

প্রাক্‌কথন

আমি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরে জন্মেছি। ছাত্রজীবন কেটেছে তিওড় বিবেকানন্দ আশ্রম ও বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাসে। বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে বেলুড় মঠ, নরেন্দ্রপুর, মালদাসহ বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে আগত পূজনীয় সন্ন্যাসী মহারাজদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করি। তাঁরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদাদেবী ও স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ঐ সময়েই বিবেকানন্দের প্রতি আলাদা একটা আকর্ষণ অনুভব করি এই আকর্ষণের প্রাবল্যেই আশ্রম গ্রন্থাগার থেকে বই সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতে থাকি। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করি। তখনও বিবেকানন্দের প্রতি আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এরপর এখানেই গবেষণা করার উদ্দেশ্যে কোর্স-ওয়ার্কে ভর্তি হই। তখন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আকর্ষণের কথা জানালে আমার তত্ত্বাবধায়ক স্বর্গীয় অধ্যাপক সুবোধকুমার যশ বিষয়ের শিরোনাম ঠিক করে দেন ও পথ দেখান। কিন্তু গত মহালয়ার দিন গঙ্গাতর্পণ করতে গিয়ে তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটে। তাঁকে প্রণাম জানাই ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। এরপর আমি গবেষণা নিয়ে চরম আতান্তরে পড়ি। একপ্রকার চারিদিকে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। এমতাবস্থায় এই বিশ্ববিদ্যালের বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার শরণাপন্ন হই। তিনিই আমাকে এই অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেখান এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে চরম বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। তিনি ঐ অবস্থায় আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে না এলে হয়ত আমার

Scanned by CamScanner

পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার আমাকে পুনরায় উৎসাহী করে তোলে। একারণেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করে জমা দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমার জীবনে তাঁর অবদান ভোলার নয়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অজানা তথ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন সারদাপীঠের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও বেলুড় মঠের অছি পরিষদের সদস্য শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের যুগ্ম অধিকর্তা শ্রীমৎ স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ প্রমুখ। তাঁদের দেখানো পথ আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে। প্রত্যেককে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই।

বইপত্রের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আমার কর্মক্ষেত্র যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজের লাইব্রেরি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের গ্রন্থাগার, মালদা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বুক স্টল, বেলুড় মঠের বুক স্টল, উদ্বোধন কার্যালয়ের শরণাপন্ন হয়েছি। এই সমস্ত লাইব্রেরির আধিকারিক ও কর্মীদের যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার বাবা শ্রী নিমাইচন্দ্র দাস ও মা শ্রীমতী মালতী দাস গবেষণার কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। ইসলামপুর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দাদা তাপস অধিকারীর সাহায্যের জন্যই গবেষণা কর্মের কাজটি দ্রুত এগিয়েছে। তিনি অনবরত তাড়া দিয়েছেন কাজটি শেষ করার জন্য। তার পরামর্শ ও অবদান

Scanned by CamScanner

কোনোদিন ভোলা যাবে না। আমার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে আমাকে পড়াশুনার সুযোগ করে দিয়েছে। বিট্টু, নির্ময়ী, নিরভ্র, শ্রুতি, অরিক আমার পড়াশুনার উৎসাহস্থল। কাকলি বৌদি, বিবেক, পূর্বা সবসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ঊর্ধ্বে। গবেষণা সংক্রান্ত সমস্ত টাইপের কাজে সাহায্য করেছে আমার দুই ভ্রাতৃতুল্য ছাত্র দুর্জয় চৌধুরী ও রঞ্জন দাস। আরও অনেকের কাছে নানা ভাবে উপকার পেয়েছি। এদের মধ্যে যাদের নাম করতেই হয় তারা হলেন আমার কর্মক্ষেত্র যামিনী মজুমদার কলেজের আমার সহকর্মী ড. রমেন ভদ্র, অধ্যাপক বিশ্বরূপ সাহা, অধ্যাপক আজাদ মণ্ডল, ভ্রাতৃপ্রতিম মিলন মহন্ত, মনোজ দাস, হিমান বর্মন, শেখর দেবনাথ, জীবন বর্মন, ছোট্টু রায়, মনোজিৎ বর্মন প্রমুখ। আমার আমার জীবনে এদের ঋণ অপরিশোধ্য।

নির্মল দাস

(নির্মল দাস)

তারিখ : ১১-০৬-২০২১
বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

Scanned by CamScanner